

সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীবৃন্দ,

বাংলাদেশ বিষয়াবলী -এই বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেকেই চিন্তিত থাকি। থাকাটা খুবই স্বাভাবিক কারণ নিজের দেশ হলেও আমরা নিজের দেশ সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি। আর বিশেষ করে বিসিএস এর মতো একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় রচনামূলক কিছু লিখতে গেলে আমার মতো বিজ্ঞানের ছাত্রদের অবস্থা কেমন হয় সেটা তো আমি জানিই। যাক, বাংলাদেশ বিষয়াবলী বিষয়ে আমাদের সবার প্রিয় এম হোসেন (Mashroof Hossain, বর্তমানে ASP, ২৮তম বিসিএস) ভাই এর চমৎকার লেখাটি আশা করি আগ্রহী পাঠকরা ইতোমধ্যে পড়ে থাকবেন।

বিসিএস পরীক্ষায় আসলে অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয়। আপনি যত তথ্য মাথায় রাখতে পারবেন তত আপনি অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকবেন। কাজেই, চেষ্টা করবেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো মাথায় রাখতে। আমি জানি, অনেকের কাছেই তথ্য মনে রাখার কাজটি অনেক দুরূহ একটা ব্যাপার মনে হয়। বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত মনে রাখার ক্ষেত্রে আমি বলব প্রত্যেক মানুষ মস্তিষ্কে তথ্য ধারণ করার জন্য সম্পূর্ণ নিজের উদ্ভাবিত বা নিজের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কোন ঘটনাকে মনে রাখে। তবে যাদের বিভিন্ন তথ্য এমনি মনে থাকে তাদের কথা আলাদা।

যাক, আমার এই লেখার উদ্দেশ্য হলো আমি যেভাবে বিভিন্ন তথ্য মনে রাখতাম সেটা সবাইকে জানানো। এতে আমার ধারণা অনেকেই উপকৃত হবে। ধারাবাহিক ভাবে সেগুলো সবার মাঝে শেয়ার করতে চাই। প্রথম পর্ব হিসেবে আজ বাংলাদেশ বিষয়াবলী-২য় পত্রের সংবিধানের উপর আলোচনা করছি।

এই প্রসঙ্গে আমি আগ্রহী পাঠকদের ৩ টি পরামর্শ দিবা:-

ক) এম হোসেন ভাই এর সংবিধান বিষয়ক লেখাটি অবশ্যই পড়ে নিবেন।

খ) বাংলাদেশ বিষয়াবলী প্রথম পত্রের পরীক্ষার দিনেও সংবিধান টা দেখে যাবেন কারণ যদিও সংবিধান টা দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু দেখা গেছে প্রথম পত্রের পরীক্ষাতেও সংবিধান থেকে প্রশ্ন আসে। কাজেই, বাংলাদেশ বিষয়াবলী প্রথম পত্রের পরীক্ষার দিনে সংবিধান দেখে না যাওয়ার ভুলটা করবেন না।

গ) আরেকটি কথা, সংবিধানের ভাষা অনেক কঠিন, আপনাকে হুবহু কপি পেস্ট করতে হবে না। তবে যদি কেউ করতে পারেন সেটা সর্বোত্তম। বিশেষ করে টীকা লেখার সময়।

ঘ) মনে রাখতে হবে সংবিধান হলো প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন [অনুচ্ছেদ ৭(২)]। আমরা অনেক সময় সংবিধান বিষয়ে লেখার সময় আমরা ভুল করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান না লিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান লিখে ফেলি। এ জাতীয় ভুল অবশ্যই সযত্নে পরিহার করতে হবে।

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপনার করণীয়:

১) প্রথমেই সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য মনে রাখুন যেমন - কবে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়, কতজন সদস্য ছিলেন, একমাত্র মহিলা সদস্যের নাম, তখনকার আইনমন্ত্রী এবং সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি, কতটি মিটিং করেছিলেন তারা, কতদিন লেগেছিল সংবিধান প্রণয়ন করতে, কবে এটি কার্যকর হয়, কে এতে সাক্ষর করেন নি ইত্যাদি। এই তথ্য গুলো আপনি রচনামূলক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহার করতে পারবেন।

২) এরপর জেনে নিন সংবিধানের ভাগগুলো এবং এই ভাগের মধ্যকার অনুচ্ছেদ গুলো। যেমন-

প্রথম ভাগ- প্রজাতন্ত্র (অনুচ্ছেদ- ১ থেকে ৭)

দ্বিতীয় ভাগ- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (অনুচ্ছেদ- ৮ থেকে ২৫)

এইভাবে আপনি ১১টি ভাগের অনুচ্ছেদগুলো মনে রাখুন। এই তথ্য গুলো আপনাকে অনেক সাহায্য করবে। কোন কারণে যদি ভুলে যান, সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ এ কি আছে তখন কমপক্ষে ধারণা করতে পারবেন কোন ভাগে এটি পড়েছে।

৩) এরপর প্রত্যেক অনুচ্ছেদ এর শিরোনাম গুলো মুখস্থ করুন।

৪) এরপর অনুচ্ছেদ গুলো ভালভাবে পড়ুন। বার বার পড়ুন। কোন বন্ধুর সাথে আলাপ করুন “বলতো আইনের দৃষ্টিতে সমতা এটি কোন অনুচ্ছেদ এ আছে?” প্রথম বার না পারলেও সমস্যা নেই। আস্তে আস্তে দেখবেন আপনি ঠিকই বলতে পারছেন।

৫) নিজে নিজে একাকী মনে করার চেষ্টা করুন কোন অনুচ্ছেদ এ কি আছে। ভুলে গেলে ভাববেন না সব শেষ। বরং চিন্তা করবেন আরও ভালো ভাবে পড়তে হবে!! সব সময় হাতের কাছে পকেট এডিশনের সংবিধান সাথে রাখুন। গল্পের বই (!!!!!) মনে করে পড়ুন।।

কী পড়তে হবে- এই বিষয়ে অনেক কিছু বললাম। এই বার আসি মূল আলোচনায়।

আমি হুবহু মুখস্থ করার জন্য প্রথমেই বলব প্রস্তাবনাটাকে। কারণ এই প্রস্তাবনা অনেক বার সংশোধিত হয়েছে। আবার, সংবিধান নিয়ে প্রশ্ন আসলে চেষ্টা করবেন ভূমিকা হিসেবে কোটেশন আকারে এটি ব্যবহার করতে। যেহেতু মুখস্থ করেছেন সেহেতু কোটেশন হিসেবে দেয়ার সময় অবশ্যই নীল রঙের কালি ব্যবহার করবেন। পরীক্ষক কে বুঝান যে সংবিধান টা আপনি পড়েছেন বেশ ভালো (!!!) করে।

তো চলুন মুখস্থ করে ফেলি- **“আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির (স্বাধীনতার) জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের (যুদ্ধের) মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি”**

[আগ্রহী পাঠক গন হয়ত খেয়াল করবেন আমি বন্ধনীর মধ্যে ২টি শব্দ ব্যবহার করেছি। কারণ সংবিধান সংশোধন করে এই শব্দ গুলো একবার যোগ হয়েছে ও একবার প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের (স্বাধীনতার) জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে। [আমার কাছে এই মুহূর্তে ১৫তম সংশোধনীর পরের সংবিধানটা নাই বলে আগ্রহী পাঠকরা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে এটা ঠিক করে নিবেন। এই রকম হবার কথা- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।]

সংবিধানের ১১টি ভাগ মনে রাখার উপায়:

প্র রা মৌ নি আ বি নি ম বাং জ সং বি

আসুন, মিলিয়ে নেই-

১। প্র - প্রজাতন্ত্র

২। রা - রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৩। মৌ - মৌলিক অধিকার

৪। নি - নির্বাহী বিভাগ

৫। আ - আইন সভা

৬। বি - বিচার বিভাগ

৭। নি - নির্বাচন

৮। ম - মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

৯। বাং- বাংলাদেশের কর্ম বিভাগ

৯ক। জ- জরুরী বিধানাবলী

১০। সং-সংবিধান সংশোধন

১১। বি- বিবিধ

চলুন, এইবার আলাদা ভাবে অনুচ্ছেদ গুলোর দিকে দৃষ্টি দেই।

অনুচ্ছেদ ১-১২

অনুচ্ছেদ ১-১২ মোটামুটি এমনি মনে থাকে। এই অনুচ্ছেদ গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ গুলো হল-

২ - প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা

২ক - রাষ্ট্রধর্ম (মনে রাখবেন কোন সংশোধনীর মাধ্যমে এটি হয়েছে)

৪ক - প্রতিকৃতি [১৫ তম সংশোধনীতে পরিবর্তন হয়েছে এখানে- জাতির পিতার প্রতিকৃতি]

৬ - নাগরিকত্ব [১৫ তম সংশোধনীতে পরিবর্তন হয়েছে এখানে- ৬(২)-বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।]

৭ - সংবিধানের প্রাধান্য [১৫ তম সংশোধনীতে পরিবর্তন হয়েছে এখানে- ৭ক সংবিধান বাতিল, স্থগিত করণ ইত্যাদি অপরাধ; ৭খ- সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য]

৮ - মূলনীতিসমূহ (সংবিধান সংশোধন হয়েছে এইখানে)

৯ - স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন [১৫ তম সংশোধনীতে পরিবর্তন হয়েছে এখানে- ৯ জাতীয়তাবাদ]

১০ - জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ [১৫ তম সংশোধনীতে পরিবর্তন হয়েছে এখানে- ১০ সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি]

১১ - গণতন্ত্র [১৫ তম সংশোধনীতে পরিবর্তন হয়েছে এখানে- ১১ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার]

১২ - ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা [১৫ তম সংশোধনীতে পরিবর্তন হয়েছে]

অনুচ্ছেদ ১৩-২৫

অনুচ্ছেদ ১৩ থেকে অনুচ্ছেদ ২৫ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

মালি কৃষককে মৌ গ্রামে নিয়ে গিয়ে অবৈতনিক জনস্বাস্থ্যের জন্য সুযোগের সমতা সৃষ্টি করে। এতে অধিকার ও কর্তব্য রূপে নাগরিকরা নির্বাহী বিভাগ থেকে জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় স্মৃতি নিদর্শনের জন্য আন্তর্জাতিক শান্তির অংশীদার হলেন।

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলিয়ে নেই-

১৩ - মালি - মালিকানার নীতি

১৪ - কৃষক - কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি

১৫ - মৌ - মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা

১৬ - গ্রাম - গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব

১৭ - অবৈতনিক - অবৈতনিক ও বাধ্যতা মূলক শিক্ষা

১৮ - জনস্বাস্থ্য - জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা [১৫ তম সংশোধনীতে পরিবর্তন হয়েছে এখানে- ১৮ক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন]

১৯ - সুযোগের সমতা - সুযোগের সমতা

২০ - অধিকার ও কর্তব্য রূপে - অধিকার ও কর্তব্য রূপে কর্ম

২১ - নাগরিক - নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য। [বিসিএস পরীক্ষা যেহেতু দিচ্ছেন সেহেতু সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য একটু খেয়াল করুন এইখানে- সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য]

২২ - নির্বাহী বিভাগ থেকে - নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ

২৩ - জাতীয় সংস্কৃতি - জাতীয় সংস্কৃতি [১৫ তম সংশোধনীতে পরিবর্তন হয়েছে এখানে- ২৩ক উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি]

২৪ - জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন - জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন প্রভৃতি

২৫ - আন্তর্জাতিক শান্তি - আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

এইখানে একটি কথা বলতেই হবে। যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি গুলো সংবিধানের আলোকে আলোচনা করুন অনেকেই শুধু অনুচ্ছেদ-৮ এর “মূলনীতি সমূহ” দিয়ে আসে। মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদ- ৮ থেকে অনুচ্ছেদ-২৫ সব —ই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি- যা অনুচ্ছেদ ৮ এ বলা আছে। অনুচ্ছেদ ৮ এ বর্ণিত “মূলনীতি সমূহ” তে সংবিধানের মূলনীতি যা প্রস্তাবনায় বলা আছে তার পাশাপাশি মূলনীতি সমূহ হতে উদ্ভূত এইভাবে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে গণ্য হবে বলে বলা হয়েছে। আরেকটি কথা এখানে বলব যেহেতু এই প্রশ্নটির উত্তর অনেক বড় হবে সেহেতু, আপনি অনুচ্ছেদ ৮ এ বর্ণিত মূলনীতি সমূহ একটু বেশী আলোচনা করে অন্য অনুচ্ছেদ গুলো শুধু নাম লিখে ১/২ লাইনের মধ্যে লেখা শেষ করবেন। সময়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। একটি ভালো পারেন দেখে শুধু সেই প্রশ্নের উত্তর অনেক বড় করে দিবেন, সেটা করলে দেখবেন আপনি সব

প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছেন না। আর যাদের হাতের লেখা একটু স্লো, তাদের তো এটা আরও ভাল করে মনে রাখতে হবে।

অনুচ্ছেদ - ২৬ থেকে ৩১

অনুচ্ছেদ ২৬ থেকে অনুচ্ছেদ ৩১ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

মৌলিক অধিকার আইনের দৃষ্টিতে ধর্ম, সরকারী নিয়োগ ও বিদেশী খেতাব গ্রহণে সকলের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার রয়েছে
চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলিয়ে নেই-

- ২৬ - মৌলিক অধিকার - মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল
- ২৭ - আইনের দৃষ্টিতে - আইনের দৃষ্টিতে সমতা
- ২৮ - ধর্ম - ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য
- ২৯ - সরকারী নিয়োগ - সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা
- ৩০ - বিদেশী খেতাব গ্রহণে - বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ
- ৩১ - আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার - আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার

অনুচ্ছেদ- ৩২ থেকে ৩৫

অনুচ্ছেদ ৩২ থেকে অনুচ্ছেদ ৩৫ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

জীবনে ১বার গ্রেপ্তার হলে জবরদস্তি বিচার হয়

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলিয়ে নেই-

- ৩২ - জীবনে - জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ
- ৩৩ - গ্রেপ্তার - গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ
- ৩৪ - জবরদস্তি - জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ
- ৩৫ - বিচার - বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ
- ৩০ - বিদেশী খেতাব গ্রহণে - বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ
- ৩১ - আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার - আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার

অনুচ্ছেদ - ৩৬ থেকে ৩৯

অনুচ্ছেদ ৩৬ থেকে অনুচ্ছেদ ৩৯ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

চসমা সংবাদ্যক

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলিয়ে নেই-

- ৩৬ - চ-চলাফেরার স্বাধীনতা
- ৩৭ - সমা - সমাবেশের স্বাধীনতা
- ৩৮ - সং- সংগঠনের স্বাধীনতা
- ৩৯ - বাদ(ক)- চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা

অনুচ্ছেদ - ৪০ থেকে ৪৩

অনুচ্ছেদ ৪০ থেকে অনুচ্ছেদ ৪৩ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

পেশাগু

চলুন দেখি ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলিয়ে নেই-

- ৪০ - পে - পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা
- ৪১ - ধ - ধর্মীয় স্বাধীনতা
- ৪২ - স - সম্পত্তির অধিকার
- ৪৩ - গৃ - গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ

অথবা:

অনুচ্ছেদ- ৩৬ থেকে ৪৩

অনুচ্ছেদ ৩৬ থেকে অনুচ্ছেদ ৪৩ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

চল, সমাবেশ ও সংগঠন করি, চিন্তা-পেশা, ধর্ম-সম্পত্তি ও যোগাযোগের স্বাধীনতা অর্জন করি

চলুন দেখি ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলিয়ে নেই-
৩৬ — চল - চলাফেরার স্বাধীনতা
৩৭ — সমাবেশ — সমাবেশের স্বাধীনতা
৩৮ — সংগঠন - সংগঠনের স্বাধীনতা
৩৯ — চিন্তা - চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা
৪০ — পেশা - পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা
৪১ - ধর্ম — ধর্মীয় স্বাধীনতা
৪২ — সম্পত্তি - সম্পত্তির অধিকার
৪৩ — যোগাযোগের - গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ
৪৪ - মৌলিক অধিকার বলবৎ করন

অনুচ্ছেদ - ৪৮ থেকে ৫৪

অনুচ্ছেদ ৪৮ থেকে অনুচ্ছেদ ৫৪ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

রাষ্ট্রপতি তার ক্ষমার মেয়াদে দায়মুক্তি পেতে অভিশংসন ও অপসারণের ক্ষমতা স্পীকার কে দিলেন।

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলিয়ে নেই-

৪৮ - রাষ্ট্রপতি - রাষ্ট্রপতি
৪৯ - ক্ষমার — ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার
৫০ — মেয়াদে - রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ
৫১ — দায়মুক্তি - রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি
৫২ - অভিশংসন — রাষ্ট্রপতির অভিশংসন
৫৩ - অপসারণের — অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ
৫৪ — স্পীকার - অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পীকার

অনুচ্ছেদ - ৫৫ থেকে ৫৮

অনুচ্ছেদ ৫৫ থেকে অনুচ্ছেদ ৫৮ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ ঠিক করেন।

চলুন দেখি ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলিয়ে নেই-

৫৫ — মন্ত্রিসভায় - মন্ত্রিসভা
৫৬ — মন্ত্রিগণ - মন্ত্রিগণ
৫৭ — প্রধানমন্ত্রী - প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ
৫৮ - অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ - অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ

অনুচ্ছেদ - ৬৫ থেকে ৭৯

অনুচ্ছেদ ৬৫ থেকে অনুচ্ছেদ ৭৯ পর্যন্ত মনে রাখতে আমি এই ছন্দটা মনে রাখতাম।

সংসদ সদস্য গন শূন্য পারিশ্রমিকে অর্থদণ্ড ও পদত্যাগের কারণে দ্বৈত অধিবেশনে ভাষণের অধিকার স্পীকার কে দিলেন। কিন্তু কোরাম না থাকায় স্থায়ী কমিটি ন্যায়পাল নিয়োগে বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি পেতে সচিবালয় গঠন করেন।

চলুন, ছন্দের সাথে অনুচ্ছেদ গুলো মিলিয়ে নেই-

৬৫ - সংসদ — সংসদ প্রতিষ্ঠা
৬৬ - সদস্য গন — সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
৬৭ — শূন্য - সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া
৬৮ — পারিশ্রমিকে - সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি
৬৯ — অর্থদণ্ড — শপথ গ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোট দান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড
৭০ - পদত্যাগের কারণে — পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে আসন শূন্য হওয়া
৭১ — দ্বৈত - দ্বৈত সদস্যতায় বীধা
৭২ - অধিবেশনে — সংসদের অধিবেশন
৭৩ - ভাষণের — সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী

- ৭৩ক – অধিকার - সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার
৭৪ – স্পীকার - স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার
৭৫ – কোরাম – কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম প্রভৃতি
৭৬ - স্থায়ী কমিটি – সংসদের স্থায়ী কমিটি সমূহ
৭৭ – ন্যায়পাল - ন্যায়পাল
৭৮ – সচিবালয় - সচিবালয়

এতক্ষণ ধরে পড়ার পর যারা চিন্তা করছেন এই কবিতাই তো মনে থাকবে না, তাদের জন্য বলছি আর কোন কবিতা বা ছন্দ আমি তৈরি করি নি!!! কিন্তু তারপরেও আমি বলব, আরও বেশ কিছু অনুচ্ছেদ আপনাদের নিজেদের প্রয়োজনে পড়তেই হবে। সেগুলো হল:

- অনুচ্ছেদ – ৪৬ - দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা
অনুচ্ছেদ – ৬৩ - যুদ্ধ
অনুচ্ছেদ – ৬৪ - অ্যাটর্নি জেনারেল
অনুচ্ছেদ – ৮১ - অর্থবিল টীকা হিসেবে অনেকবার এসেছে, টীকা হিসেবে তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ
অনুচ্ছেদ – ৮৩ - অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা
অনুচ্ছেদ - ১১৭ -প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল
অনুচ্ছেদ - ১২২ - ভোটার তালিকায় নাম ভুক্তির যোগ্যতা
অনুচ্ছেদ - ১৪১ ক, খ, গ - জরুরী অবস্থা
অনুচ্ছেদ – ১৪২ - সংবিধান সংশোধন
১৪৫ক - আন্তর্জাতিক চুক্তি
১৪৮ - পদের শপথ

সবশেষে বলব, সংবিধান টা ভালো করে পড়লে আপনি বাংলাদেশ বিষয়াবলী-২য় পত্রে অনেক ভালো মার্কস পাবেন। শুধু তাই নয়, অন্য যে কোন বিষয়েও আপনি সংবিধানের অনুচ্ছেদ উল্লেখ করতে পারেন কারণ মনে রাখবেন সংবিধান হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। বাংলাদেশ বিষয়াবলী বড় প্রশ্নের উত্তরে আপনি সংবিধানের অনুচ্ছেদ গুলো উল্লেখ করতে পারবেন, এতেও আপনার জন্য অনেক লাভ, খাতার পৃষ্ঠা ভরার রাজনীতিতে যারা বিশ্বাস করেন তারা দেখবেন আপনি অনেক লিখেছেন এবং প্রশ্নের উত্তরে আপনি সংবিধান থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সুতরাং তারা আপনাকে ভালো নম্বর -ই দিবেন। ভালো কথা অনুচ্ছেদ উল্লেখ করলে অবশ্যই চেষ্টা করবেন নীল কালিতে লিখতে কিংবা হাইলাইটর পেন দিয়ে তা হাইলাইট করতে। কারণ আপনি যে সংবিধান বিশেষজ্ঞ (!!!???) সেটা তো পরীক্ষককে জানাতে হবে।

লেখাটি কারো উপকারে লাগলে খুশী হব। যে কোন সমালোচনাও সাদরে গৃহীত হবে।

অনেক ভালো থাকবেন সবাই। |সবার বিসিএস ক্যাডার হবার মনোবাসনা পূর্ণ হোক এই প্রত্যাশায়-

খান মুহম্মদ গোলাম রাব্বানী (সুলভ)
বিসিএস ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
৩০ তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী একজন পরীক্ষার্থী।
নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক
বর্তমানে সহকারী প্রকৌশলী, (বিসিএস জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল- ৩০তম বিসিএস)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।